يايها النبى حرض المؤمنين على القتال

টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতের রূপরেখা

টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতের রূপরেখা

("আদ-দাওয়াতুল ফারদিয়া" থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

আদ-দাওয়াতুল ফারদিয়া (একক দাওয়াত বা টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত) এর গুরুত্বঃ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান করবে সৎকর্মের দিকে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় কাজে নিষেধ করবে।আর তারাই হল সফলকাম।
- সুরা আল-ইমরানঃ ১০৪

আপনার পালনকর্তার প্রতি আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উপদেশের মাধ্যমে।
- সুরা নাহল ১২৫

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎপথে আহ্বান করবে সে ঐ ব্যক্তিদের মত প্রতিদান প্রাপ্ত হবে যারা তার অনুসরণ করবে।আর এটা তাদের সামান্য প্রতিদানও নষ্ট করবে না।
-শারহুন নববী (২২৪/১৬)

ইমাম বুখারী রহিঃ সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ যখন আলী রাঃ কে খাইবারে প্রেরণ করেন তখন বলে দেন, তোমার মাধ্যমে কোন একজনের হেদায়াত পাওয়াটা তোমার জন্য একটি লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।
-আল ফাতহ (৭/৭)

দায়ীর গুণাবলীঃ

- ইখলাস
- আল্লাহ তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক
- ইলম
- তাজউইদ জানা থাকা
- মাদ'উর গুণাবলী ও দোষসমূহ জানা থাকা
- অব্যাহত ভাবে লেগে থাকা
- দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা
- মাদ'উকে হারামের পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা
- অতীতের কোন গুনাহ নিয়ে খোঁটা না দেওয়া
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, চুল-নখ ছোট রাখা
- সুগন্ধি ব্যবহার করা
- কথা বলার সময় মাদ'উকে প্রাধান্য দেওয়া, তর্কে না জড়ানো
- ওয়াদা ঠিক রাখা
- বিভিন্ন পার্থিব ও দ্বীনি বিষয়ে পরামর্শ করা
- দোষ উপেক্ষা করা ও পরে বুঝিয়ে বলা
- কোন ব্যক্তি বা দলের অহেতুক সমালোচনা পরিহার করা
- অতিরিক্ত কথা না বলা, অশ্লীল বাক্য পরিহার করা
- লৌকিকতা বিহীন বিভিন্ন হাদিয়া দেওয়া
- সুযোগ পেলেই খাওয়ানো

যাদেরকে আগে দাওয়াত দিতে হবেঃ

নিচের ৫টি দোষ যাদের নেই তাদেরকেই আগে দাওয়াত দিতে হবে-
১. ভীরু
২. বাচাল
৩. জিহাদবিরোধী চিন্তা লালনকারী
৪. কৃপণ
৫. ঘরকুনে

দাওয়াত দেওয়ার আগে যাচাই করতে হবে আমার ভেতর দাঈ হবার যোগ্যতা রয়েছে কি না –

যখন উত্তর 'না' হবে, আপনি পাবেন ১ নাম্বার
যখন উত্তর 'কখনও কখনও' হবে, আপনি পাবেন ২ নাম্বার
যখন উত্তর 'হ্যাঁ' হবে, আপনি পাবেন ৩ নাম্বার

প্রশ্ন	না	কখনও কখনও	হ্যাঁ	প্রাপ্ত নম্বর
১. অন্যকে উপদেশ দেয়ার আগে কি আপনি নিজে তা আমল করতে আগ্রহী ?				
২. আপনি কি দৈনন্দিন তিলাওয়াত , জিকির-আসকার, মাসনুন আমল , মাদ'য়ু ও নিজের দুয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ?				
৩. আপনি কি মাদ'য়ু কে শীট দেয়ার আগে নিজে পড়েন? লেকচার দেয়ার আগে নিজে শোনেন ?				
৪. আপনি কি প্রয়োজন ছাড়া ইন্টারনেটের সামনে খুব কম বসেন ?				
৫. আপনি কি মাদ'য়ুর সাথে প্রতি সপ্তাহেই যোগাযোগ করেন ?				
৬. আপনি কি কিয়ামুল লাইল ও ফজরের জামাতের ব্যপারে যত্নবান ?				
	মোট নম্বর -			

ফলাফলঃ

আপনার নাম্বার যদি ৯ এর কম হয় - দ্রুত নিজের মাসুলের সাথে যোগাযোগ করুন এবং এমন একজন মুত্তাকী ব্যক্তির সংশ্রব গ্রহণ করুন যিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।মনে রাখুন, মাদ'উ কিন্তু আপনাকেই অনুসরণ করবে, আপনার কথাকে নয়।

নাম্বার ৯ থেকে ১১ হলে - আপনি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান হও যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন, "তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা কর না?" এমতাবস্থায় টার্গেটকৃত ভাইয়ের উপরে দাওয়াতি কাজে অগ্রসর হবেন। তবে নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বেশি বেশি মুজাহাদা করবে্ন।মনে রাখুন, মানুষদেরকে যদি শুধু মুত্তাকীগণই উপদেশ দিত তাহলে আমরা সমাজে কোন উপদেশদাতাই খুঁজে পেতাম না।'

নাম্বার ১২ থেকে ১৮ হলে - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজে অগ্রসর হন।সাথে সাথে নিজের ঈমান-আমলের পরিচর্যা অব্যাহত রাখুন।কেননা এই বিষয়টি কখনোই শেষ হবার নয়।

প্রথম মারহালা (স্তর)

ঘনিষ্ঠতা

(সময়ঃ প্রায় ৩ সপ্তাহ)

প্রথম স্তর তথা ঘনিষ্টতার স্তরে আলোচিত হবে দুটি বিষয়ঃ

এক. দৈনিক কিছু কাজের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা তৈরী।
দুই. সাপ্তাহিক কিছু কাজের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা তৈরী।

দৈনিক কাজের দৃষ্টান্ত:

১. কোন কর্মক্ষেত্রে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাথে থাকা।ফলে প্রতিদিন একসাথে সেখানে যাবেন।অথবা প্রতিদিন নির্দিষ্ট কোন মসজিদে এক সাথে নামাজ আদায় করবেন।
২. প্রতিদিন তার কাছে দোয়া চাইবেন এবং তার জন্য দোয়া করবেন।
৩. দৈনিক তার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করবেন। অথবা সুন্দর কোন দাওয়াতি চিঠি ম্যাসেজ করে পাঠাবেন।

সাপ্তাহিক কাজের দৃষ্টান্ত :

১. তার বাসায় অথবা বাসার কাছের পাবলিক প্লেসে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। তার অবস্থা জানতে এবং আশ্বস্ত হতে অথবা অন্য যে কোন কারণে ।
২. সপ্তাহে তার যে কোন একটি প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করবেন।
৩. আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন যদিও সে যদিও কষ্ট দেয়। কেননা অনুগ্রহকারীর প্রতি হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।
৪. মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবেন এবং চুপ থাকবেন।যা তে ভালোভাবে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন ।
৫. তার আনন্দ-বেদনায় সঙ্গ দেবেন ।

নিন্মোক্ত দু'টি কাজ খুব বেশি করবেন, কেননা এর প্রতিক্রিয়া আমরা নিজেরাই অবলোকন করেছিঃ

১. আপনি তাকে দুপুরের খাবার অথবা সকালের নাস্তার দাওয়াত দেবেন।আল্লাহর শপথ এটি এমন এক কার্যকারী পদক্ষেপ যা আপনাদের মধ্যকার সকল ব্যবধান দূর করবে।আপনাদের পরস্পরকে ঘনিষ্ট করে তুলবে।

২. তাকে যে কোন একটি জিনিস হাদিয়া দেবেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একে অপরকে হাদিয়া দাও, তাহলে পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

এই স্তরে আপনি তার সাথে দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা শুরু করবেন। সম্ভবত ইতিপূর্বেই তার সাথে দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে সে যখন জানতে পেরেছে, আপনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি।এই মারহালায় আপনি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন সেগুলোকে আমরা "উমূরুত তাখলিয়াহ" (পরিশুদ্ধকারি বিষয়) বলে সম্বধন করব।অর্থাৎ আপনি তার কতিপয় নেতিবাচক

বিষয়কে পরিশুদ্ধ করতে ও ইবাদাতকে তার কাছে প্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করবেন। তাকে নামাজের প্রতি যত্নবান করে তুলবেন। এর বেশি কখোনোই নয়। যাতে তার জন্য বোঝা না হয়ে যায়। তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই।তার গ্রহণ করার উপর ভিত্তি করেই যত দ্রুত সম্ভব সে নিম্নোক্ত মারহালায় প্রত্যাবর্তন করবে।

এই মারহালার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ :

কাজটি হল- আপনি জানবেন, তার মনোযোগ কোনদিকে? কোন মানুষদের সাথে তার সম্পর্ক? সে তারপূর্ণ চব্বিশ ঘন্টা কিভাবে কাটায়? অর্থাৎ আপনি গোপনে তাকে অধ্যায়ন করবেন (তার গতিবিধি লক্ষ্য করবে্ন)। এমনকি যদি সে আপনার আস্থাভাজনও হয়।যাতে নিজ নির্বাচনের ব্যপারে নিশ্চিত হতে পারেন। প্রিয় ভাই আমার! সাথে সাথে তার সকল ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে অবগত হবেন এবং নেতিবাচক দিকগুলো দূরীভূত করতে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা তৈরী করবেন।

নাম	দৈনিক কার্যাবলী			সাপ্তাহিক কার্যাবলী						
	কাজ	দোয়া	যোগাযোগ	সাক্ষাত	প্রয়োজন পূরণ	অনুগ্রহ	আলাপ আলোচনা শ্রবণ	আনন্দ বেদনা শেয়ার	উপহার	নিমন্ত্রন
১।										
২।										
৩।										

উপরোক্ত কাজ সম্পাদনের পর আমরা এখন একটি জরিপের ছক আঁকবো যাতে মারহালার লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

সময় শেষের জরিপে আপনার নির্বাচনের ভাল মন্দ প্রকাশ পাবে

প্রশ্ন	**না** (১ নম্বর)	**কখনও কখনও** (২ নম্বর)	**হ্যাঁ** (৩ নম্বর)	**প্রাপ্ত নম্বর**
১. সে কি আপনাকে দেখতে আগ্রহী?				
২. সে কি তার ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও আশা-আকাংক্ষা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করে?				
৩. তার প্রয়োজন মেটাতে সে কি আল্লাহ তা'আলার পর আপনার শরণাপন্ন হয়?				
৪. আপনার কথা কি সে মান্য করে?				
৫. সে কি বলেছে সে আপনাকে ভালোবাসে?				
৬. আপনার হৃদয়ে কি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে?				
৭. সে কি আপনার সাথে দীর্ঘ সময় কাটাতে পছন্দ করে?				
৮. সে কি আপনার উপদেশ গ্রহণ করে (যখন উপদেশ দেন) এবং আপনার মতামত কে সম্মান করে?				
		মোট প্রাপ্ত নম্বর =		

নম্বর যদি হয় ১০ এর কম:- তাহলে আপনি ভুল পথে আছেন পুণরায় নতুন করে মারহালাটি শুরু করুন।

নম্বর ১০ থেকে ১৮: আপনি নিজ পথেই আছেন। তবে এক মাস সময় বৃদ্ধি করে নিন।যাতে আপনার সাথে তার সম্পর্কের যে দুর্বল দিকগুলো আছে তা ঝালিয়ে নেয়া যায়।

নম্বর ১৮ থেকে ২৪: আপনার নির্বাচন সঠিক হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে অব্যাহত রাখুন। সাথে সাথে মনে রাখুন, ঘনিষ্ঠতার শেষ নেই।

এই মারহালার নিরাপত্তা বিষয়ক জরিপ

এই জরিপে “কার্যকর হয়েছে” এবং “কার্যকর হয়নি” বলে জবাব দিতে হবে।এই জরিপে শুধুমাত্র “কার্যকর হয়েছে এই জবাবেই গৃহীত হবে। অন্যথায় সেখানে আপনার আশংকা রয়েছে ।

প্রশ্ন	কার্যকর হয়েছে	কার্যকর হয়নি
১. সে তার অধিকাংশ সময় কিভাবে কাটায় আপনি কি জেনেছেন?		
২. তার অধিকাংশ সম্পর্ক ও যোগাযোগ কী ব্যাপারে এবং কাদের সাথে আপনি কি জেনেছেন?		
৩. তার ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি এবং দুর্বল পয়েন্টগুলো কি জানতে পেরেছেন?		

তার মাঝে যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো লক্ষ্য করতে পেরেছেন তা এখানে উল্লেখ করুন যাতে তা কাজে আসে:-

ইতিবাচক দিক	**নেতিবাচক দিক**

দ্বিতীয় মারহালা

ঈমান জাগ্রতকরণ

(সময়ঃ কমপক্ষে ১ থেকে দেড় মাস)

কারা এ মারহালায় থাকবেঃ

যারা প্রথম মারহালার জরিপে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ মারহালার লক্ষ্যঃ

এ মারহালার ভাইদের অন্তরে আকীদার বীজ বপন করা, তাওহীদের পূর্ণাঙ্গ বুঝ দেওয়া, আখিরাতের স্মরণ অন্তরে জাগ্রত করা, প্রচলিত হারাম কাজগুলো থেকে ফেরানো, প্রচলিত ফরজ ও ওয়াজিব আমলগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরানো, সুন্নাহ ও নফলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা, ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরী করা।

এ মারহালায় দাঈ ভাইর করণীয়ঃ

মাদ'উ ভাই এর অন্তরে এ চিন্তা সৃষ্টি করতে হবে যে প্রতি মুহূর্তে সে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতরাজি উপভোগ করছে, অথচ আল্লাহর শুকরিয়া করার ক্ষেত্রে আমরা কত গাফেল।এ উদ্দেশ্যে তাকে যে বইগুলো পড়তে বলতে পারেন-

- কখনোও ঝরে যেও না
- বেলা ফুরাবার আগে
- তুমি ফিরবে বলে
- রাসুলের চোখে দুনিয়া, সাহাবাদের চোখে দুনিয়া
- প্রত্যাবর্তন
- আয়নাঘর

মাদ'উ ভাইয়ের অন্তরে উপরের বিষয়টি ধারণ করানো গেলে এরপর তাকে বুঝাতে হবে যে, আমরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত ভোগ করেই যাচ্ছি, অথচ তার কত হুকুম আহকাম আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, পালন করছি না।অথচ আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম পালন না করলে, আমাদেরকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।আখিরাতের সর্বনিম্ন পুরষ্কারটিও কত বৃহৎ আর সর্বনিম্ন শাস্তিটাও কতটা ভয়ংকর সেটা তার সামনে তুলে ধরবেন।আর আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব করার জন্য কোন কোন কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে (ফরজ, ওয়াজিব) আর কোন কাজগুলো কখনোই করা যাবে না (হারাম) এগুলোর ব্যাপারে জানতে হবে (ইলম) এবং মানতে হবে (আমল)। এ উদ্দেশ্যে তাকে যে বইগুলো পড়তে বলতে পারেন-

- রেইনড্রপস এর "সিরাহ"
- ইসলামি জীবনব্যবস্থা (মুফতি তারেকুজ্জামান)

আর শুনতে বলতে হবে -

- Hearafter series - (Anwar Al Awlaki RA.) ; ইংরেজি না বুঝলে, বাংলায় রেইনড্রপস মিডিয়ার "**পরকালের পথে যাত্রা**" সিরিজ

এই ২টি বই এবং সিরিজটি মাদ'উ ভাইকে ধীরে ধীরে পড়ে ও শুনে ফেলতে হবে।পড়াশুনা করানোর পাশাপাশি দাঈ ভাই তাকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে ২টি কাজ করবেন –

১. সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে অফলাইনে কমপক্ষে ১ ঘন্টা আলোচনা করবেন।
২. তাকে নিয়ে একত্রে জুম্মার সালাত আদায় করবেন ঐ অঞ্চলের কোন একজন মুখলিস আলিম (যিনি জিহাদের বিরুদ্ধে নন, উলটো জিহাদকে পছন্দ করেন এমন) এর পেছনে, তার আলোচনা ও খুতবা পুরোটা শুনবেন।জুম্মার পরে কিংবা অন্য কোন সময়ে ঐ আলেমের সাথে আলাদা ভাবে বসবেন এবং নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য আলেমের নিকট কিছু নসিহা চাইবেন।

উপরের ৩টি বইয়ের মধ্যে কমপক্ষে দুটি বই পড়া হলে এরপর মাদ'উ ভাইকে pdf এর একদম শেষে কার্যসূচীটি ছাপিয়ে দিবেন এবং নিয়মিত খোঁজ নিবেন যে সে নিজের কার্যসূচিটি যাচাই করছেন কিনা এবং নিজের আমলের ব্যাপারে মুখলিস আলিমের নসিহা চাচ্ছেন কিনা। তবে এই কার্যসূচি কখনো দাঈ ভাই নিজে দেখতে চাইবেন না।

এই মারহালায় মাদ'উ ভাইর সফলতার জরিপঃ

প্রশ্ন	**না ১**	**কখনও কখনও ২**	**হ্যাঁ ৩**	**প্রাপ্ত নম্বর**
মাদ'যুর কথায় কি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ পায়?				
তার কথায় কি ইসলামী রিতি-নীতি ফুটে উঠে , যেমন: আস-সালামু আলাইকুম, জাঝাকাল্লাহু খাইর?				
আপনি ডেকে দেয়া ব্যতীতই কি সে ফজরের নামায পড়ে?				
তার আখলাক ও কথায় কি কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে?				
নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কম করে একমাস কি সে আত্মসমালোচনা সূচী অনুযায়ি চলেছে?				
তার মধ্যে কি সামান্য হলেও দুনিয়ার প্রতি ঘৃনা ও আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে?				
	মোট নম্বর			

ফলাফলঃ

নাম্বার ১৪ থেকে ২০ হলে - আলহামদুলিল্লাহ মাদ'উ ভাইটি এই মারহালা অতিক্রম করতে সফল হয়েছেন।
আর নাম্বার ১১ থেকে ১৩ হলে - আরও ১ মাস মারহালাটি অব্যাহত রেখে আবার জরিপ করতে হবে।এভাবে যতদিন অতিক্রম না করছে ততদিন ১ মাস করে সময় বৃদ্ধি করতে থাকতে হবে।

তৃতীয় মারহালা

চিন্তাজগতে পরিবর্তন

(সময়ঃ কমপক্ষে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ)

কারা এ মারহালায় থাকবেঃ

যারা ২য় মারহালার জরিপে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ মারহালার লক্ষ্যঃ

এ মারহালার মাদ'উ ভাইদেরকে সমসাময়িক জাহেলিয়াত ও আকিদা বিধ্বংসী তন্ত্র-ইজম সমূহের ব্যাপারে সচেতন করে তোলা, পাশাপাশি মজলুম উম্মতের কষ্টগুলোতে নিজেও কষ্ট পাওয়া শিখানো, উম্মতকে জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর অনুভূতি অন্তরে আনয়ন করা।

এ মারহালায় দাঈ ভাইদের করণীয়ঃ

মাদ'উ ভাইকে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়তে দেওয়া -

- চিন্তাপরাধ
- হিউম্যান বিয়িংঃ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব
- প্রাচীর
- কাশগড়ঃ কত না অশ্রুজল
- শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়

পড়াশুনা কারানোর পাশাপাশি দাঈ ভাই তাকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহের ঐ ২টি কাজ অব্যাহত রাখবেন –

১।সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে অফলাইনে কমপক্ষে ১ ঘন্টা আলোচনা করবে।

২।তাকে নিয়ে একত্রে জুম্মার সালাত আদায় করবেন ঐ অঞ্চলের কোন একজন মুখলিস আলিম (যিনি জিহাদের বিরুদ্ধে নন, উলটো জিহাদকে পছন্দ করেন এমন) এর পেছনে, তার খুতবা পুরোটা শুনবেন।জুম্মার পরে কিংবা অন্য কোন সময়ে ঐ আলেমের সাথে আলাদা ভাবে বসবেন এবং নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য আলেমের নিকট কিছু নসিহা চাইবেন।

পাশাপাশি তাকে সমসাময়িক বিভিন্ন জাহেলিয়াত নিয়ে অনলাইনে মুহাক্কিক শাইখদের অডিও ভিডিও দিবেন, আর নিয়মিত খোঁজ নিবেন যে মাদ'উ ভাইটি নিজের কার্যসূচিটি যাচাই করছেন কিনা এবং নিজের আমলের ব্যাপারে মুখলিস আলিমের নসিহা চাচ্ছেন কিনা।তবে এই কার্যসূচি কখনো দাঈ ভাই নিজে দেখবেন না।

যতদিন ধরে মাদ'উ ভাইটি উপরের ৫টি বই পড়বে ততদিন সপ্তাহে কমপক্ষে একবার করে দাঈ ভাই মাদ'উ ভাইর সাথে অফলাইনে বসবেন এবং এই সপ্তাহের পড়া থেকে মাদ'উ ভাই কী শিখেছেন সে ব্যাপারে আলোচনা করবেন।

এই মারহালায় মাদ'উ ভাইর সফলতার জরিপঃ

প্রশ্ন	না (১)	কখনো কখনো (২)	হ্যাঁ (৩)	প্রাপ্ত নম্বর
১) মাদ'উ ভাই কি বাংলাদেশ সহ বর্তমান মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সংবিধানকে ইসলামবিরোধী ও কুফরি হিসেবে স্বীকৃতি দেন?				
২) মাদ'উ ভাই কি আপনার সাথে মজলুম উম্মতের দুরাবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন?				
৩) মাদ'উ ভাইকে সমসাময়িক বিভিন্ন জাহেলিয়াত নিয়ে অনলাইনে মুহাক্কিক শাইখদের অডিও ভিডিও দিলে উনি কি সেগুলো শুনেন ও দেখেন?				
৪) মাদ'উ ভাই কী উম্মতের দুরাবস্থা দূর করার জন্য কাজ করার ও দ্বীনী কাজের জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ইত্যাদি কুরবানি করার তামান্না রাখেন?				
৫) তার কথাবার্তায় কি জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়?				

ফলাফলঃ

নাম্বার ১২-১৫ হওয়া মানে হল আলহামদুলিল্লাহ মাদ'উ ভাইটি এই মারহালা অতিক্রম করতে সফল হয়েছেন।

##আর নাম্বার ১০-১১ হওয়া মানে আরও ১ সপ্তাহ মারহালাটি অব্যাহত রেখে আবার জরিপ করতে হবে।এভাবে যতদিন অতিক্রম না করছে ততদিন ১ সপ্তাহ করে সময় বৃদ্ধি করতে থাকতে হবে।

চতুর্থ মারহালা

ফরজে আইন জিহাদের জন্য ইচ্ছা পোষণ

(সময়ঃ ১ থেকে ২ সপ্তাহ)

কারা এ মারহালায় থাকবেঃ

যারা ৩য় মারহালার জরিপে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ মারহালার লক্ষ্যঃ

বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন হবার ব্যাপারে শরয়ী হুকুমটি মাদ'উ ভাইকে অনুধাবন করানো, ফরজে আইন জিহাদের জন্য বৈশ্বিক মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি কী তা সহজভাবে বুঝানো।

এ মারহালায় দাঈ ভাইর করণীয়ঃ

মজলুম উম্মতের মুক্তির জন্য শরীয়াহতে আমাদের জন্য কি নির্দেশন আছে সেটা জানার জন্য মাদ'উকে আগ্রহী করে তুলা, কারণ শরীয়াহের নির্দেশনার চেয়ে উত্তম নির্দেশনা তো আর কোথাও নেই।মাদ'উ যখন নিজে থেকে শরীয়াহের নির্দেশনা জানতে চাইবে তখন তাকে নিচের pdf দুটি পড়তে দেওয়া -

১। জিহাদ কখন ফরজে আইন হয় (fatwaa.org)
২। মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা

এ বই দুটি পড়ার সময় প্রতিদিন তার সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করে কতটুকু পড়া হয়েছে তা জানতে হবে এবং সপ্তাহে কমপক্ষে একবার অফলাইনে সাক্ষাত করে বই দুটি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে হবে।যখন মাদ'উ ভাইটিও জানবেন যে জিহাদ ফরজে আইন অর্থাৎ তার উপরেও ফরজ, তখন তাকে জানানো যে এই ফরজ আদায়ের জন্য বর্তমানে বৈশ্বিক মানহাজ এর মাধ্যমে কাজ চালানোটাই সর্বোত্তম হবে, কারণ সাঁপের মাথা ভেঙে দিলে লেজ এমনিতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

পাশাপাশি জিহাদ ফরজে আইন হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আলিমদের ফতোয়ার অডিও ও ভিডিওগুলো মাদ'উ ভাইকে শুনাতে ও দেখাতে হবে, যেমনঃ শাইখ জসিমউদদীন রহমানি ফাঃআঃ, শাইখ তামিম আল আদনানী হাফিঃ এর অডিও ভিডিওগুলো।

pdf দুটি পড়া হয়ে গেলে এরপর তাকে "তাফসিরে সুরা তওবা" বইটি পড়তে দিতে হবে।এই বইটি পড়তে থাকা অবস্থায় তাকে পঞ্চম মারহালায় শামিল করানো হবে।

পঞ্চম মারহালা

আমাদের জামায়াহর সাথে সম্পৃক্তকরণ

কারা এ মারহালায় থাকবে -

১) যারা উপরের ৪টি মারহালা অতিক্রম করেছেন।

২) যারা অনলাইন বা অফলাইনের মাধ্যমে কোনভাবে এই দাওয়াত পেয়েছেন যে জিহাদ বর্তমানে ফরজে আইন, তবে কোন জিহাদি তানজিমের সাথে যুক্ত নন।

৩) যারা অন্য কোন জিহাদি তানজিমের সাথে যুক্ত আছেন।

৪) এমন মশহুর দাঈ ব্যক্তিগণ (আলেম+আওয়াম) যারা জিহাদকে অপছন্দ করেন না।

এই মারহালার লক্ষ্যঃ

জিহাদ ফরজে আইন এই দাওয়াত প্রাপ্ত ভাইদেরকে যাচাই বাছাই করা যে তারা সুরা তওবার ২৪ নং আয়াতের আলোকে কুরবানিওয়ালা ভাই হতে পেরেছেন কিনা, আর উপযুক্ত সময়ে আমাদের জামাহের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

এ মারহালায় দাঈ ভাইর করণীয়ঃ

❖ উপরে ১ ও ২ নং ক্যাটাগরির ভাইদেরকে বিভিন্ন কাজ দেওয়ার মাধ্যমে যাচাই করা যে তারা নিজেদের সময়, শ্রম, অর্থ ইত্যাদি কুরবানি করতে পারছেন কি না।যেমনঃ

- নিজ এলাকায় "পাঠক ফোরাম" তৈরি করতে বলাঃ নিজের পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী (বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী, কলিগ) এমন ভাইদের মধ্য থেকে দ্বীনদার ভাইদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ইসলামি বই পড়ার আয়োজন করা, পাশাপাশি সপ্তাহে একবার অনলাইনে নিজেরা বসে কে কী শিখল এ ব্যাপারে নিজেরা নিজেরা আলোচনা করা।
- বিভিন্ন আলেমদের সাথে সাক্ষাতের জন্য, কিংবা কোন একজন ভাইকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য দাঈ ভাই নিজের সাথে সফর করার জন্য মাদ'উ ভাইকে আহ্বান করবেন যার জন্য তাকে সময়, শ্রম ও কিছু অর্থ কুরবানি করতে হবে।তবে এমন আর্থিক কুরবানি যেন না হয় যেটা তার উপরে জুলুম হতে পারে।এর মাধ্যমে দেখতে হবে যে চাকরি বা ব্যবসায় এক দুই দিন ছুটি নিয়ে হলেও মাদ'উ ভাইটি সফরে আসতে পারেন কি না।
- ২০১৩ সালের ৫ই মে আন্দোলনে এবং ২০২১ সালের মার্চে মোদি বিরোধী বিক্ষোভে শহীদ ভাইদের পরিবারদের জন্য সদাকাহ চাওয়া।এলাকার জন্য পাঠাগার গঠনে বই ক্রয়ের জন্য সদাকাহ চাওয়া।এ সবের মাধ্যমে বুঝতে হবে যে ভাইটির মধ্যে মালের কুরবানি করার মানসিকতা আছে কি না।
- তাকে তাফসিরে সুরা তওবা, কিতাবুল জিহাদ (আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিঃ), মাশারী আল আশওয়াক্ব ইলা মাশারী আল উশাক্ব - এই বইগুলো পড়তে দেওয়া এবং পড়া আদায় করা। এভাবে বুঝতে হবে যে তিনি সময় কুরবানি করতে পারেন কি না।

যদি দেখা যায় উপরের প্রতিটি কুরবানির বিষয়গুলোতে ভাইটি কুরবানি করতে পারছেন তাহলে ভাইটিকে এভাবে বলা যে জিহাদ একটি সামষ্টিক ইবাদত।তাই সুরা সফের ৪র্থ আয়াতের হুকুম অনুসারে জামাহবদ্ধ হতে হবে (তবে আর কাউকে পাওয়া না গেলে একাকীই জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে)।কাজেই ভাইটি জামাহবদ্ধ হয়ে জিহাদের ফরজিয়াত আদায়ের জন্য হক্ব জামাহের তালাশ করছেন কি না? যদি তিনি বলেন যে, তিনি তালাশ করছেন - তাহলে ভাইকে

সুসংবাদ দেওয়া যে, আলহামদুলিল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহের আকীদা এবং বৈশ্বিক জিহাদের মানহাজের মাধ্যমে ফরজে আইন জিহাদের কাজ করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় একটি জামাহ কাজ করছে।তাই আপনার প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই, আসুন আমরা এই জামাহের সাথে শরীক হয়ে মুজাহিদ হিসেবে কমাণ্ডারের বাইয়াতের অধীনে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেই।

আর যদি ভাইটি কোন জামাহের তালাশে না থাকেন, তাহলে তাকে সুরা সফের ৪র্থ আয়াতের হুকুম অনুসারে জিহাদের জন্য জামাহবদ্ধ হবার গুরুত্ব বুঝাতে হবে।কারণ জামাহবদ্ধ না হয়ে সবাই যদি একাকী জিহাদের জন্য চেষ্টা করতে থাকে তাহলে দেখা যাবে, তুলনামূলক সহজ কিছু কাজেই অধিকাংশ ভাই নিয়োজিত আছেন, জিহাদের বাদবাকি কাজগুলো কেউ আঞ্জাম দিচ্ছে না।এরকম হলে কিছু কাজ অনেক এগিয়ে যাবে, আর কিছু কাজ একদম বাকি থাকবে।ফলে সার্বিকভাবে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না।আর জিহাদের জন্য জামাহবদ্ধ হলে মুজাহিদদের আমির কাজগুলোকে বন্টন করে দিবেন।ফলে সব কাজই আঞ্জাম দেওয়া যাবে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব ইনশাআল্লাহ।

❖ এই মারহালার ৩ নং ক্যাটাগরির ভাইদেরকে নিয়ে যে ভাইটি কাজ করবেন তিনি অবশ্যই জামাহের একজন প্রাজ্ঞ দাঈ ভাই এর সহযোগিতা নিয়ে আগাবেন, কখনোই একাকী আগাবেন না।

- যদি মাদ'উ ভাইটি কোন হক্ব জিহাদি তানজিম (যেমনঃ আনসার আল ইসলাম) এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন তবে তাকে আমাদের জামাহতে শরীক হওয়ার দাওয়াত না দেওয়াই উচিত।তবে ঐ ভাইটির সাথে একটি সুসম্পর্ক রাখতে হবে যেন জিহাদের কোন কাজে তার সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে তিনি যেন আমাদের জামাহের কাজে সহযোগিতা করেন।

- যদি মাদ'উ ভাইটি কোন হক্ব জিহাদি তানজিম এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকেন (হতে পারে একসময় যুক্ত ছিলেন, পরে আবার কোন কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছেন) তাহলে ভাইটির নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার কারণটি খুঁজে বের করতে হবে।সেই কারণটির সমাধান হয়েছে কি না সেটা নিশ্চিত হতে হবে।যদি দেখা যায় উনার নিষ্ক্রিয়তার কারণটি সমাধান হয়েছে, তাহলে আমাদের জামাহের মানহাজের মৌলিক পয়েন্টগুলো তার সাথে কৌশলে আলোচনা করতে হবে, তবে সরাসরি বলা যাবে না যে এই মৌলিক পয়েন্টগুলো কোন একটি জামাহের মানহাজের মৌলিক পয়েন্ট (যেমনঃ ভাই, জিহাদের কাজটা "এভাবে এভাবে" করলে কেমন হয়?)।যদি ভাইটি এই আলোচনার পরে স্বীকৃতি দেন যে এই পয়েন্ট অনুসারে কাজ করলে জিহাদের কাজ ঠিকভাবে আগাবে ইনশাআল্লাহ, তখন ভাইকে প্রশ্ন করতে হবে যে এই বিষয়গুলোর আলোকে যদি কোন জামাহ পরিচালিত হয় তাহলে তিনি সেই জামাহের সাথে শরীক হয়ে জিহাদের বাইয়াত দিয়ে কাজ করতে রাজি আছেন কি না? পাশাপাশি তাকে সুরা সফের ৪র্থ আয়াতের হুকুম অনুসারে জিহাদের জন্য জামাহবদ্ধ হবার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিতে হবে।যদি ভাইটি রাজি থাকেন তাহলে ভাইকে সুসংবাদ দিবেন যে, আলহামদুলিল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহের আকীদা এবং নববী মানহাজের সঠিক মূলনীতির মাধ্যমে ফরজে আইন জিহাদের কাজ করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় একটি জামাহ কাজ করছে।তাই আপনার প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই, আসুন আমরা এই জামাহের সাথে শরীক হয়ে মুজাহিদ হিসেবে কমাণ্ডারের বাইয়াতের অধীনে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেই।

- আর যদি ভাইটির নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজে না পান কিংবা কারণটির সমাধান এখনো না হয়, তাহলে ভাইটিকে আমাদের জামাহের দাওয়াত না দেওয়াই উচিত।বরং উচিত হবে ভাইটির সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং তার থেকে কোন বিষয়ে সহযোগিতা নেওয়া সম্ভব হলে সিকিউরিটি বজায় রেখে সহযোগিতা নেওয়া, আর ভাইটির ইসলাহের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

- আর যদি ভাইটি সব কিছু বুঝার পরেও জামাহবদ্ধ হতে রাজি না হন, তাহলে সুরা তওবার ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাইটির ইসলাহের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।যদি কখনো উনি ইসলাহ হয়ে যান এবং নিজে থেকে দাঈ ভাইর নিকট জামাহবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, কেবল তখনই উচিত হবে উনাকে আমাদের জামাহের অস্তিত্বের বিষয়টি জানিয়ে এই জামাহতে শরীক হবার জন্য এবং জিহাদের বাইয়াতবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান করা।

- যদি মাদ'উ ভাইটি খারেজি আকীদার কোন জিহাদি তানজিমের সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার উপরে দাওয়াতি মেহনত চালাতে হবে।মূল টার্গেট থাকবে তাকফীরের আকীদার বিষয়গুলো সংশোধন করা।এ উদ্দেশ্যে প্রাজ্ঞ আলিমের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।পাশাপাশি তাকফিরের বিষয়ে বিশ্বের মুজাহিদ আলিমগণের লিখাগুলো পড়তে দিতে হবে।এভাবে ভাইটির তাকফিরের আকীদার ব্যাপারে ধারণা ঠিক হয়ে গেলে এবার আমাদের জামাহের মানহাজের মৌলিক পয়েন্টগুলো ভাইটির সাথে কৌশলে আলোচনা করতে হবে, তবে সরাসরি বলা যাবে না যে এই মৌলিক পয়েন্টগুলো কোন একটি জামাহের মানহাজের মৌলিক পয়েন্ট (যেমনঃ ভাই, জিহাদের কাজটা "এভাবে এভাবে" করলে কেমন হয়?)।যদি ভাইটি এই আলোচনার পরে স্বীকৃতি দেন যে এই পয়েন্ট অনুসারে কাজ করলে জিহাদের কাজ ঠিকভাবে আগাবে ইনশাআল্লাহ, তখন ভাইকে প্রশ্ন করতে হবে যে এই বিষয়গুলোর আলোকে যদি কোন জামাহ পরিচালিত হয় তাহলে তিনি সেই জামাহের সাথে শরীক হয়ে জিহাদের বাইয়াত দিয়ে কাজ করতে রাজি আছেন কি না? পাশাপাশি তাকে সুরা সফের ৪র্থ আয়াতের হুকুম অনুসারে জিহাদের জন্য জামাহবদ্ধ হবার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিতে হবে।যদি ভাইটি রাজি থাকেন তাহলে ভাইকে সুসংবাদ দিবেন যে, আলহামদুলিল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহের আকীদা এবং নববী মানহাজের সঠিক মূলনীতির মাধ্যমে ফরজে আইন জিহাদের কাজ করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় একটি জামাহ কাজ করছে।তাই আপনার প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই, আসুন আমরা এই জামাহের সাথে শরীক হয়ে মুজাহিদ হিসেবে কমাণ্ডারের বাইয়াতের অধীনে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেই।

- আর যদি ভাইটি সব কিছু বুঝার পরেও জামাহবদ্ধ হতে রাজি না হন, তাহলে সুরা তওবার ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাইটির ইসলাহের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।যদি কখনো উনি ইসলাহ হয়ে যান এবং নিজে থেকে দাঈ ভাইর নিকট জামাহবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, কেবল তখনই উচিত হবে উনাকে আমাদের জামাহের অস্তিত্বের বিষয়টি জানিয়ে এই জামাহতে শরীক হবার জন্য এবং জিহাদের বাইয়াতবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান করা।

❖ ৪র্থ ক্যাটাগরির ভাইদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাদের জামাহের দাওয়াহ বিভাগ থেকে কিছু প্রাজ্ঞ ভাইকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নামাতে হবে।এই ভাইয়েরা আগে লিস্ট করে এমন আলেম ও আওয়াম মশহুর দাঈ ভাইদের (যেমনঃ ওয়াজেন, লেখক, অনলাইন বা অফলাইনের ইসলামিক সেলেব্রিটি ভাইয়েরা) একটি তালিকা তৈরী করবেন।এমন মশহুর দাঈ ভাইদের সাথে সাধারণত অনেক দ্বীনদার মুসলিমরা সুসম্পর্ক রাখেন।কাজেই আমাদের জামাহ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত খাস দাঈ ভাই প্রথমে কোন একটি উপায়ে টার্গেটকৃত মশহুর দাঈ ভাই এর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করবেন।এরপর বুঝার চেষ্টা করবেন যে ঐ মশহুর দাঈ ভাইটি জিহাদের ব্যাপারে কেমন ধারণা রাখেন।যদি দেখা যায় জিহাদকে উনি অপছন্দ করেন, তাহলে আগানো যাবে না।আর যদি দেখা যায় যে জিহাদকে তিনি পছন্দ করেন, সেক্ষেত্রে বুঝার চেষ্টা করতে হবে যে জিহাদকে তিনি ফরজে আইন মনে করেন কি না।যদি দেখা যায় ফরযে আইন মনে করেন না, তাহলে তাকে জিহাদকে ফরজে আইন মনে করেন এমন আলেমদের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে, এ সংক্রান্ত কিছু বই পড়তে দিতে হবে।একটা সময় যখন উনি জিহাদকে ফরজে আইন মনে করবেন তখন আমাদের জামাহের মানহাজের মৌলিক পয়েন্টগুলো তার সাথে কৌশলে আলোচনা করতে হবে, তবে সরাসরি বলা যাবে না যে এই মৌলিক পয়েন্টগুলো কোন একটি জামাহের মানহাজের মৌলিক পয়েন্ট (যেমনঃ ভাই, জিহাদের কাজটা "এভাবে এভাবে" করলে কেমন হয়?)।যদি ভাইটি এই আলোচনার পরে স্বীকৃতি দেন

যে এই পয়েন্ট অনুসারে কাজ করলে জিহাদের কাজ ঠিকভাবে আগাবে ইনশাআল্লাহ, তখন ভাইকে প্রশ্ন করতে হবে যে এই বিষয়গুলোর আলোকে যদি কোন জামাহ পরিচালিত হয় তাহলে তিনি সেই জামাহের সাথে শরীক হয়ে জিহাদের বাইয়াত দিয়ে কাজ করতে রাজি আছেন কি না? পাশাপাশি তাকে সুরা সফের ৪র্থ আয়াতের হুকুম অনুসারে জিহাদের জন্য জামাহবদ্ধ হবার গুরুত্ব বুঝাতে হবে।যদি ভাইটি রাজি থাকেন তাহলে ভাইকে সুসংবাদ দিবেন যে, আলহামদুলিল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহের আকীদা এবং নববী মানহাজের সঠিক মূলনীতির মাধ্যমে ফরজে আইন জিহাদের কাজ করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় একটি জামাহ কাজ করছে।তাই আপনার প্রতিও আমরা আহ্বান জানাই, আসুন আমরা এই জামাহের সাথে শরীক হয়ে মুজাহিদ হিসেবে কমাণ্ডারের বাইয়াতের অধীনে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেই।

পাশাপাশি ঐ মশহুর দাঈ ভাইকে একটি বিষয়ে আশ্বাস দিতে হবে যে, উনি যেভাবে দাওয়াতের একটি কাজ চালাচ্ছেন সেটা বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই, বরং উনার চারপাশে দ্বীনদার মুসলিমদের একটি সার্কেল তৈরী হলে আমাদের জামাহের রিক্রুটমেন্ট এর কাজ সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।আর উনাকে কিভাবে কী করতে হবে তা আমাদের জামাহের "দাওয়াহ বিভাগের ভাইদের কর্মসূচি"তে বিস্তারিত আছে আলহামদুলিল্লাহ।

এভাবে ৫ম মারহালায় একজন মুসলিম ভাইকে (সে ৪টি ক্যাটাগরির যেই হোক না কেন) ইনশাআল্লাহ আমাদের জামাহের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হবে।সে দাওয়াত কবুল করে নিলে তাকে কী কাজ করতে হবে তা "দাওয়াহ বিভাগের ভাইদের কর্মসূচি"তে বিস্তারিত আছে আলহামদুলিল্লাহ।

কোন কারণে একজন ভাইকে আমাদের জামাহের অস্তিত্বের বিষয়টি জানিয়ে এই জামাহতে শরীক হওয়ার দাওয়াত দেওয়ার পরও যদি ভাইটি শরীক হতে রাজি না হন, তাহলেও ঐ ভাইটির সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখতে হবে।তার ভেতরে সুরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত সমস্যাটি আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে, থাকলে তাকে ইসলাহ করতে হবে, তার ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।পাশাপাশি পুরো বিষয়টা নিয়ে আমাদের জামাহের দাওয়াহ বিভাগের প্রাজ্ঞ ভাইদের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের পরামর্শ মোতাবেক পরবর্তীতে দাওয়াতি কাজ চালাতে হবে।

মাসের নাম																								
তারিখ	কুরআন (১৫ মিঃ প্রত্যেক নামাযের আগে)	আযানের সাথে সাথে সাড়া প্রদান					সুন্নাহ নামায					নফল		জিক্র		নামযের পরের জিক্র					রোযা		মিসওয়াকের সুন্নাহ	দুআ (প্রতি দিন কমপক্ষে ১০ মিঃ)
		ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা	২ ফজরের পূর্বে	৪ যোহরের পূর্বে	২ যোহরের পর	২ মাগরিবের পর	২ ইশারের পর	বিতিরের নামায	২ চাশতের নামায	সকালের জিকর	সন্ধ্যার জিকর	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা	সোম বারের রোযা	বৃহস্পতি বারের রোযা		
প্রথম সপ্তাহ																								
১																								
২																								
৩																								
৪																								
৫																								
৬																								
৭																								
দ্বিতীয় সপ্তাহ																								
১																								
২																								
৩																								
৪																								
৫																								
৬																								
৭																								
তৃতীয় সপ্তাহ																								
১																								
২																								
৩																								
৪																								
৫																								

৬																								
৭																								
চতুর্থ সপ্তাহ																								
১																								
২																								
৩																								
৪																								
৫																								
৬																								
৭																								
পঞ্চম সপ্তাহ																								
১																								
২																								